# Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

## Ministry of Industries

# THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

## “মাগুরার হাজরাপুরী লিচু”


| পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর | |
|---|---|
| ডকেট নং- | তাং- |
| (ক) | পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ) |
| (খ) | পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ) |
| (গ) | পরিচালক (ট্রেডমার্কস) |
| (ঘ) | পরিচালক (ডাব্লিউটিও) |
| (ঙ) | পরিচালক (জি আই) |
| (চ) | সিস্টেম এনালিস্ট |
| (ছ) | উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ) |
| মহাপরিচালক | |



**GI Journal No. 37**

**Published on :** 30 JUN 2024

**www.dpdt.gov.bd**



Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

# ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

**১। আবেদনপত্র ঃ**

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

**২। ফি ঃ**

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

**৩। ভাষা ঃ**

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

**৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। **আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ**

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। **আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ**

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। **আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ**

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ**

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৪৮
আবেদনের তারিখ : ২৩-০৮-২০২৩ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য **"মাগুরার হাজরাপুরী লিচু"** যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ **"মাগুরার হাজরাপুরী লিচু"**

**শ্রেণি** ঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ জেলা প্রশাসক, মাগুরা।

খ) **ঠিকানা** ঃ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা।

গ) **ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা** ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। **পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।**

ঘ) **প্রকার** ঃ এক প্রকার তাজা ফল।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ

১. হাজরাপুরী লিচু গোলাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, গড় ওজন ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম।

২. বৈজ্ঞানিক নাম ঃ ***Lichi Chinensis***

৩. কাঁচা অবস্থায় লিচুর খোসা পুরু, শক্ত ও সবুজ থাকে। লিচু পেকে গেলে খোসা পাতলা হয় এবং রঙ খয়েরি লাল হয়ে যায়।

৪. ফলের গড় ওজন ৩০ (ত্রিশ) থেকে ৪০ (চল্লিশ) গ্রাম। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৫ (পাঁচ) সে. মি. ও ৪.৫ (সাড়ে চার) সে. মি.।

৫. ফলের খাওয়ার উপযোগী অংশ শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ।

৬. লিচুর খাওয়ার উপযোগী অংশ খুবই পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। এতে ডায়েটারি ফাইবার, পর্যাপ্ত পানি, ফ্ল্যাভানল, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার ইত্যাদি থাকে যা শরীরের জন্য খুবই উপকারী।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা**

মাগুরার হাজরাপুরী লিচু মে মাসের শুরুতে বাজারে আসতে আরম্ভ করে। পাকা ফল প্রায় ২০ (বিশ) থেকে ২৫ (পঁচিশ) দিন ধরে পাওয়া যায়। গাছ রোপণের ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে ফল ধরতে শুরু করে। পৌষের শেষে মুকুল, চৈত্রে গুটি, বৈশাখের ২০ (বিশ) তারিখের পর বাজারজাত করা হয়। এই এলাকার একেকটি লিচু গাছ ১০০ (একশত) থেকে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) বছর পর্যন্ত ফল দেয়। হাজরাপুরী লিচু গাছের গড় উচ্চতা ৪০ (চল্লিশ) থেকে ৫০ (পঞ্চাশ) ফুট। একেকটি গাছে সর্বোচ্চ ১৫,০০০-২০,০০০ টি লিচু হয়। লিচুর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৫ (পাঁচ) সে. মি. ও ৪.৫ (সাড়ে চার) সে. মি.। গড় ওজন হয় ৩০ (ত্রিশ) থেকে ৪০ (চল্লিশ) গ্রাম। পাকা লিচু ছাড়া অন্য অংশ খাওয়া হয় না। গাছের ডাল অসরল। পাতা প্রায় ৭ (সাত) ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ২.৫ (আড়াই) ইঞ্চি প্রস্থ হয়। লিচুর পরিত্যক্ত অংশ বা খোসা পাতা ইত্যাদি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খাওয়া ছাড়া লিচু গাছের কাঠ ডালপালা জ্বালানির কাজে লাগে।

মাগুরার হাজরাপুর এলাকার মাটি লিচু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। দেশের অধিকাংশ জেলা এমনকি মাগুরা জেলার অন্যান্য স্থানের চেয়ে এখানকার লিচু রসালো, মিষ্টি ও আকারে বড় হওয়ায় সারা দেশে হাজরাপুরী লিচুর ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে মৌসুমের শুরুতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্যাপারী, ফড়িয়া ও আড়তদাররা এসে লিচুর বাগান কিনে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বিক্রি করে থাকে। লিচুর আবাদ করে এ এলাকার অনেক পরিবার আত্মনির্ভরশীলতার পথ খুঁজে পেয়েছে।

## ছ) মাগুরার হাজরাপুরী লিচুর ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র

মাগুরার হাজরাপুরী লিচুর উৎপাদন এলাকাগুলো হলো- সাচানি রাউতাড়া, নোওয়াপাড়া, বাঁশতৈল, গাঙ্গুগুলিয়া, মিঠাপুর, হাজরাপুর, রামনগর, নন্দ লালপুর, গৌরীচরণপুর, রাজারামপুর, বামনপুর, ইছাখাদা, খালিমপুর, উথলি। মাগুরা অঞ্চলের ৬৪০ হেক্টর জমিতে প্রতি বছর প্রায় ০৮ (আট) হাজার টন লিচু উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশিই হাজরাপুরী লিচু। এ অঞ্চলের ৯৫ (পঁচানব্বই) শতাংশ মানুষ লিচু উৎপাদন ও বিক্রয়ের সাথে জড়িত। প্রতিটি লিচু গাছ থেকে আনুমানিক ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা আয় হয়। মাগুরা দেশের অন্যতম লিচু উৎপাদনকারী জেলা। এ জেলার অর্থনীতি লিচু চাষের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। মাগুরা জেলার ঐতিহ্য সংস্কৃতিতে বড় জায়গা অধিকার করে আছে লিচু। উৎসব, পার্বন, সামাজিক অনুষ্ঠানে, অতিথি আপ্যায়নে লিচু থাকে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে।

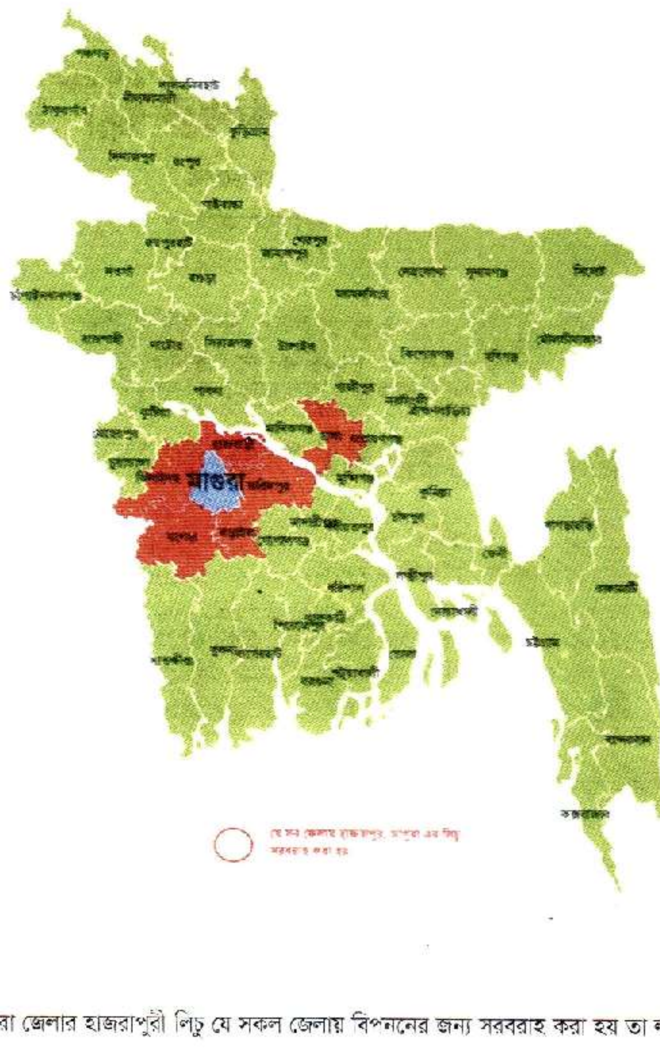


চিত্র ০১: মানচিত্রে মাগুরা জেলার হাজরাপুরী লিচু যে সকল জেলায় বিপননের জন্য সরবরাহ করা হয় তা লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।

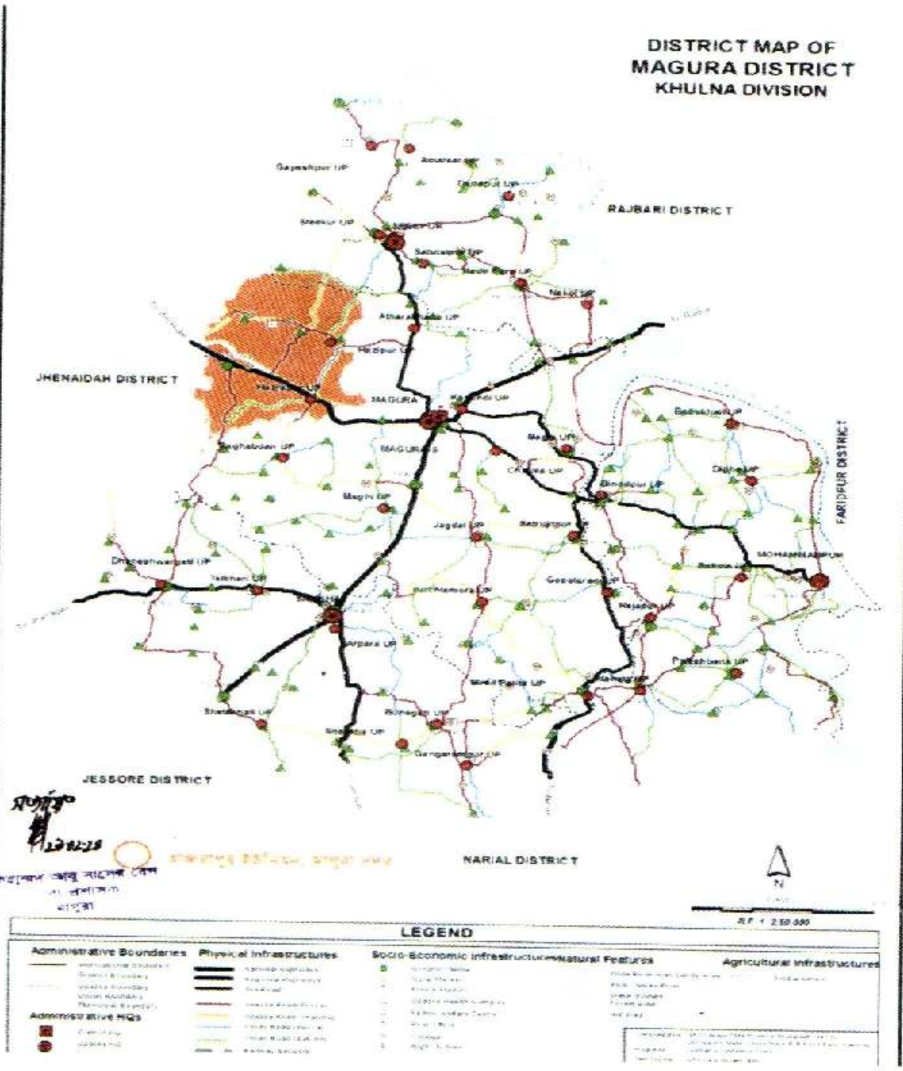


চিত্র ০২: মানচিত্রে মাগুরা জেলার হাজরাপুরী লিচু উৎপাদনকারী "হাজরাপুর" ইউনিয়ন এর অবস্থান।

## জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) ঃ

মাগুরায় এই লিচু শতাব্দীকাল ধরে উৎপন্ন হয়। তবে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন হচ্ছে প্রায় ৬০ (ষাট) বছর যাবৎ। বাংলা একাডেমির "বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- মাগুরা" নামের বইতে উল্লেখ আছে-

"লিচু মেলা ঃ ইছাখাদা গ্রামের পুরাতন বাজারে লিচু মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় পর্যায়ের লিচু চাষীরা স্টল দিয়ে তাদের চাষকৃত লিচুর প্রদর্শন ও বিক্রি করেন। এসব চাষীরা বিভিন্ন জাতের লিচু প্রদর্শন করেন এই মেলায়। এসব চাষীরা খুচরা ও চালান ভিত্তিতে তাদের লিচু বিক্রি করেন। এ মেলায় উল্লেখযোগ্য আত্মীয় স্বজনের ভীড়ে এলাকাটি অতিথি সেবাশ্রমে পরিণত হয়।"

প্রতি বছর মে মাসের শেষে হাজরাপুর কৃষক উন্নয়ন সমিতি এ মেলা আয়োজন করে। ধারনা করা হয় যে, ব্রিটিশ আমল থেকেই মাগুরা জেলার সদর উপজেলার হাজরাপুর এলাকায় এই হাজরাপুরী লিচু চাষ হয়ে আসছে। হাজরাপুর গ্রামে ছিল ব্রিটিশ নীলকুঠি। এ নীলকুঠি থেকে এ জাতের লিচুর বীজ সম্প্রসারণ হয়েছে বলে প্রবীণ ব্যক্তিগণ মনে করেন।

মাগুরা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রকাশিত জেলা ব্র্যান্ডবুক এর ১৬১ পৃষ্ঠায় হাজরাপুরের লিচু সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মাগুরার হাজরাপুরের লিচু দেশ বিখ্যাত। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের লিচুর চেয়ে এর স্বাদ অনেকটা আলাদা। অত্যন্ত রসালো ও মিষ্টি ঘ্রাণসমৃদ্ধ লিচু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে।"

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি

মাটি ঃ গভীর, নিকাশযুক্ত, উর্বর বেলে অথবা দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ঃ উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

চারা রোপণ প্রণালী ঃ সমতল ভূমিতে বর্গাকার ; পাহাড়ী ভূমিতে কন্টোর

চারা নির্বাচন ঃ এক বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করতে হবে

চারা রোপণের সময় ঃ জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস

চারা রোপণের দূরত্ব ঃ ৮ (আট) থেকে ১০ (দশ) মিটার

গর্ত তৈরি ঃ গর্তের আকার ১ × ১ × ১ মিটার

চারা রোপণ পদ্ধতি ঃ

গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। রোপণের পরে ৩০০-৩৫০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি ঃ

গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার অভিযোজন দ্রুত বৃদ্ধি হবে।

| সারের নাম | গাছের বয়স (বছর) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | চারার গর্তে | ১-৪ | ৫-১০ | ১১-২০ | ২০ এর উর্ধ্বে |
| জৈব সার (কেজি) | ২০-২৫ | ১০ | ২০ | ৩০ | ৫০ |
| ইউরিয়া (গ্রাম) | - | ৩০০ | ৮০০ | ১২০০ | ২০০০ |
| টিএসপি (গ্রাম) | ৫০০ | ৪০০ | ১২০০ | ২০০০ | ৩০০০ |
| এমওপি (গ্রাম) | ৪০০ | ৩০০ | ৮০০ | ১২০০ | ১৫০০ |
| জিপসাম (গ্রাম) | ২৫০ | ১০০ | ২০০ | ২৫০ | ৩০০ |
| দস্তা সার (গ্রাম) | ৫০ | ১০ | ২০ | ৩০ | ৫০ |
| বোরন (গ্রাম) | ৪০ | ৩-৫ | ৫.৮ | ৫০-৬০ | ৬০ |

- গর্তে সার মিশানোর ১০-১৫ দিন পর চারা লাগাতে হবে।
- ফলন্ত গাছে সার বছরে সমান তিন কিস্তিতে দিতে হবে।
    - ১/৩: বর্ষার শুরুতে ফল তোলার পর জৈষ্ঠ্য মাসে।
    - ১/৩: বর্ষার শেষে আশ্বিন-কার্তিক মাসে।
    - ১/৩: ফুল আসার পর।

**লিচু গাছে ফল আসায় করণীয় ঃ**

ফল সংগ্রহের পরে মরা, পঁচা এবং অপ্রয়োজনীয় ডাল অপসারণ করা। পোকামাকড় দমনের জন্য বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বর্ষার আগে ও পরে সার প্রয়োগ করা। নিয়মিত পরিমিত পানি সেচ প্রদান করা।

**লিচু গাছে ফল ধরানোর কৌশল ঃ**

- অপ্রয়োজনীয় ও মরা ডাল পালা ছেটে ফেলা।
- হপার পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন/ইমিডাক্লোপ্রিড (অ্যাডমায়ার/ইমিটাপ) গ্রুপের ঔষধ প্রয়োগ করা।
- ফুল আসার কমপক্ষে ২-২.৫ মাস আগে পানি সেচ ও সার প্রয়োগ বন্ধ রাখা।
- লিচু গাছে ৫০% ফুল ফুটে গেলে মিরাকুলান ১ গ্রাম/৫ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া কার্বেনডাজিম ২ গ্রাম/লি. ও ফ্লোরা ২ মি.লি./লি. হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- আবহাওয়া শুষ্ক হলে কেবলমাত্র পানি স্প্রে করা যাবে। তাছাড়া গাছে নেটিং করলেও তাপমাত্রা কম থাকবে এবং মুকুল ঝরা কমে যাবে এবং পাখি ও অন্যান্য বালাই থেকে রক্ষা পাবে।

পরিচর্যা ঃ

- ১ম স্প্রে মুকুল আসার আগে অর্থাৎ শীতের শেষে যখন মুকুল আসবে তখন সাইপারমেথ্রিন ৫০ ইসি প্রতি লিটারে ১ মি.লি. হিসাবে প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়াও স্কোর ১০ লিটার পানিতে ৫ মি.লি. অথবা কনজা ১০ লিটার পানিতে ৫ মি.লি মিশিয়ে স্প্রে করতে করা যেতে পারে।
- প্লানোফিক্স পিজিআর ফুল আসার জন্য ১ এমএল/৫লি. পানিতে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ২য় স্প্রে করার সময় ইমিডাক্লোরোপিড ১০ লিটার পানিতে ৫ এমএল মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- গাছে ফুল আসতে থাকলে ১ এমএল/লি. অথবা ২ এমএল/লি. ফ্লোরা ব্যবহার করলে ফুল আসা ত্বরান্বিত হবে এবং ফুলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়।
- ফুল ৫০% এর বেশি ফুটে গেলে কোন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না। তখন কেবলমাত্র ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যাবে। কারণ এসময় কীটনাশক প্রয়োগ করলে উপকারী পোকা মারা যাবে এবং লিচুর পরাগায়নের সমস্যা হবে ফলে ফলন অনেকাংশে কমে যাবে। মটর দানার মত হলে একবার ইমিডাক্লোরোপিড ১০ লি. পানিতে ৫ এমএল এবং ৩ দিন পর ৫ এমএল স্কোর ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।

**পানি সেচ :** মুকুল আসার আগের থেকে একেবারে গুটি আসা পর্যন্ত লিচু গাছে কোন রকম পানি সেচ প্রয়োগ করা যাবে না। ফল যখন মটর দানা আকৃতি হবে কিংবা ফল বৃদ্ধির সময় নিয়মিত ও পরিমিত সেচ প্রদান করতে হবে। আর্দ্রতার তারতম্যের কারণে ফল ঝরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, ফল ঝরে ও ফল ফেটে যাওয়া ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। ফল সেট হওয়ার আগে হালকা সেচ দিয়ে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে অধিক সেচ ও কম সেচ উভয় লিচুর জন্য ক্ষতিকর।

**লিচু গাছে ফল ধরে রাখায় করণীয়**

ফল ফেটে যাওয়া প্রতিরোধ ঃ

লিচু ফল মটর দানার মত হলে নিয়মিত জল সেচ দিয়ে ফল ফেটে যাওয়া প্রতিরোধ করা যায়। মটর দানার মত হলে প্লানোফিক্স প্রতি ৫ লি. পানিতে ১ এমএল হারে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে ফল ঝরে যাওয়া ও ফল ফেটে যাওয়ার সমস্যা থেকে অনেকটাই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। এছাড়া ফ্রুট সেটিং পর্যায়ে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে বোরণ সার স্প্রে করলে ফল ফেটে যাওয়া অনেকটা কমে যায়। ফল যখন দ্রুত বাড়তে থাকে সে অবস্থায় কেবলমাত্র পানি উচ্চচাপে সুক্ষ্ম নজেলের মাধ্যমে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে স্প্রে করলে ফল ঝরে যাওয়া ও ফেটে যাওয়া সমস্যা থেকে অনেকটাই নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব।

ফ্রুট ফ্লাইয়ের আক্রমণ :

ফেরোমেন ফাঁদ ব্যবহার করলে লিচুর ফলছিদ্রকারী পোকার আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। এছাড়া ফল যখন মটর দানার মত আকৃতি থাকবে তখন একবার এবং ফল যখন রং আসতে শুরু করবে তখন আরেকবার ট্রেসার/মাক জৈব পেস্টিসাইড ১০ লিটার পানিতে ৪ এমএল করে মিশিয়ে ভালোভাবে স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

এ জাতের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে ভোক্তা পর্যায়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। হাজরাপুরী লিচু আগাম জাতের হওয়ায় কৃষক ভালো বাজার মূল্য পান এবং এর-

- খোসা পাতলা, রসালো এবং সুস্বাদু।
- কাঁচা অবস্থায় ফল সবুজ, পাকার আগে হালকা হলুদাভ এবং পাকলে মেজেন্ডা রং ধারন করে।
- জানুয়ারির শেষ থেকে ফেব্রুয়ারির শুরুতে মুকুল আসে এবং মে মাসের শুরুতে ফল সংগ্রহ করা যায়।
- এ জাতের লিচুর সংরক্ষণ ক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি।
- চারা রোপনের পর প্রথম বছর থেকেই লিচু ধরতে শুরু করে।
- স্বল্প পরিচর্যায় প্রতিবছর ভালো ফলন দেয় অর্থাৎ নিয়মিত বিয়ারিং।
- হাজরাপুরী লিচু গাছ আকারে অনেক বড় হয়, উচ্চতা প্রায় ৩০-৪০ মিটার হতে পারে।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

মাগুরা সদর উপজেলার হাজারাপুর, ইছাখাদা, হাজিপুর, নড়িহাটি, খাল্মিপুর, গাঙগুলিয়া, মির্জাপুর, পাকাকাঞ্চনপুর, বীরপুর, রাউতড়া, বামনপুর, আলমখালী, বেরইল, লক্ষ্মিণপুর, আলাইপুর ও মিঠাপুরসহ প্রায় ২০টি গ্রামে এ জাতটি চাষাবাদ হচ্ছে। মাগুরা জেলায় প্রায় ১০০০ বাগানে ৩৮৪ হেক্টর জমিতে এ জাতটির আবাদ রয়েছে। প্রায় ৩০০০ কৃষক শুধু হাজরাপুরী লিচু চাষাবাদের সাথে জড়িত। হাজরাপুরী লিচু নামে মাগুরা জেলার ব্রান্ডিং করা হয়। হাজরাপুরী লিচু আগাম জাতের হওয়ায় লিচু ব্যবসায়ীরা ঢাকাসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে মাগুরা জেলায় লিচু ক্রয় করতে আসে। অন্যান্য জেলা থেকে মাগুরায় আগাম লিচু পাওয়ায় কৃষকরা ভালো বাজার মূল্য পেয়ে থাকেন। প্রায় ১০০০ পরিবার লিচু চাষ করে আত্মনির্ভরতার পথ খুজে পেয়েছে যার প্রায় ৭০০ পরিবার হাজরাপুরী লিচু চাষী। বছরে প্রায় ১৫-২০ কোটি টাকার লিচু বিক্রয় হয়। অন্যান্য ফসলের তুলনায় হাজরাপুরী লিচু চাষাবাদ লাভজনক। হাজরাপুরী লিচু চাষাবাদে কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হয়েছে। ১ বিঘা লিচু বাগান থেকে চাষীরা প্রায় ২ লক্ষ টাকার লিচু বিক্রয় করেন। এজাতের জীবনকাল সম্পর্কে কোন তথ্য না থাকলেও শতবর্ষের অধিক বয়সী গাছ পাওয়া যায়।

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

জেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মাগুরা।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

চিত্র-১ : বাগানে ফলসহ লিচুগাছ

চিত্র-২ : বাগানে ফলসহ লিচুগাছ

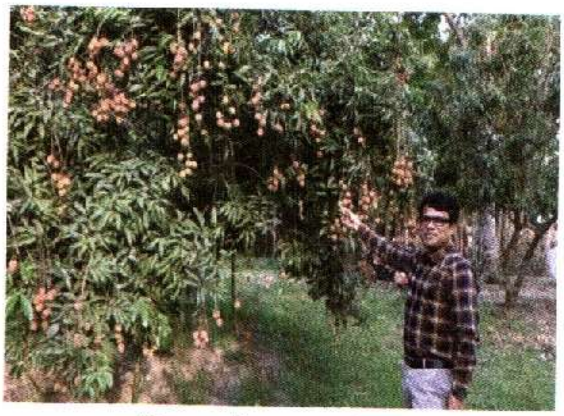

চিত্র-৩ : লিচু বাগান পরিদর্শন

চিত্র-৪ : হাজরাপুরী লিচু

চিত্র-৫ : বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে লিচু সজ্জিতকরণ

চিত্র-৬ : বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে লিচু বাছাইকরণ

জেলা প্রশাসক, মাগুরা কর্তৃক মাগুরার হাজরাপুরী লিচুর ব্র্যান্ডিং এর অংশ হিসেবে বিতরণ ও বিপণন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন

চিত্র-১

চিত্র-২

চিত্র-৩

চিত্র-৪

চিত্র-৫

চিত্র-৬

লিচু উৎপাদনকারী মালিকদের সম্পর্কিত তথ্য ঃ

| নাম | ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর |
|---|---|
| জনাব আরজ আলী | গ্রাম ঃ গৌরিচরণপুর দক্ষিণপাড়া; ইউনিয়ন-হাজরাপুর; উপজেলা-মাগুরা সদর; জেলা-মাগুরা মোবাইল নম্বর: ০১৭২৯-৯৫৮৩৮২ |
| জনাব আবু বাশার | গ্রাম-গৌরিচরণপুর; ইউনিয়ন-হাজরাপুর; উপজেলা-মাগুরা সদর; জেলা-মাগুরা মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৫-৮৮৩৬৭৩ |
| জনাব মোঃ শাহিদুল ইসলাম | গ্রাম-গৌরিচরণপুর; ইউনিয়ন-হাজরাপুর; উপজেলা-মাগুরা সদর; জেলা-মাগুরা মোবাইল নম্বর: ০১৮৬৫-৯৩৩২২৩ |
| জনাব মোঃ বাসারুল ইসলাম | গ্রাম- উত্তর নোয়াপাড়া; ইউনিয়ন- হাজরাপুর; উপজেলা- মাগুরা সদর; জেলা-মাগুরা মোবাইল নম্বর: ০১৭২৩-২৪৪৭৩৪ |
| জনাব মোঃ আবুল হোসেন বিশ্বাস | গ্রাম- উত্তর নোয়াপাড়া; ইউনিয়ন- হাজরাপুর; উপজেলা- মাগুরা সদর; জেলা-মাগুরা মোবাইল নম্বর: ০১৭৫৮-৯০৪০৫২ |

তথ্যসূত্র


১. লিচুর পুষ্টিগুণ ও উপকারিতা। সংবাদ প্রকাশ। ৯ জুন ২০২৩। https://www.songbadprokash.com/health/lychee-nutrition-and-benefits/56652

২. বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা : মাগুরা। শামসুজ্জাম খান। প্রকাশকাল ২০১৪।

৩. মাগুরাবাসী, লিচু মেলায় আসছেন তো?। মাগুরা নিউজ। ৫ মে ২০১৫। https://www.maguranews.com/মাগুরাবাসী-লিচু-মেলায়-আস/

৪. জেলা ব্র্যান্ড বুক। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মাগুরা। প্রকাশকাল ২০১৮।

## LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
New Market, Chittagong.

# For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.